ভোরের কাগজ

তারিখ 07 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১৩

২০০ মেধাবী ছাত্রী পেলো ফেয়ার এন্ড লাভলী ফাউন্ডেশন উচ্চশিক্ষা বৃত্তি

কাগজ প্রতিবেদক : স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত দেশের ২০০ জন মেধাবী ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করেছে ফেয়ার এন্ড লাভলী ফাউন্ডেশন। গতকাল স্থানীয় একটি অভিজাত হোটেলে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রকল্পের ছাত্রীদের বৃত্তিপ্রাপ্তির সার্টিফিকেট ও চেক প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক। বিশেষ অতিথি ছিলেন পাক্ষিক অনন্যা'র সম্পাদক তাসমিমা হোসেন। বক্তব্য রাখেন ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব মেহতা ও ব্র্যান্ডস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টস ডিরেক্টর নওশাদ চৌধুরী।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, এদেশে নারীরা সবসময় বঞ্চিত ছিল, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে গত একযুগ ধরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অর্থাৎ সামাজিকভাবে প্রচেষ্টা চলছে নারীদের দেশের উন্নয়নের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার। ফেয়ার এন্ড লাভলীর নারী শিক্ষা প্রসারে উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান নারীর ক্ষমতায়নেরই অংশ। সরকারও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি দিচ্ছে। এই উপবৃত্তি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে।

তিনি ফেয়ার এন্ড লাভলী ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগকে প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করে বলেন, ফেয়ার এন্ড লাভলী বাহ্যিক সুন্দরের পাশাপাশি অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশেও সহযোগিতা করছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিদেশে আমাদের নানা বিষয়ে সমালোচনা করা হলেও নারী শিক্ষার প্রসার প্রশংসা পাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী মেয়েদের পাশাপাশি মেধাবী ছেলেদেরও উচ্চ শিক্ষায় সহযোগিতা করতে বৃত্তি প্রদানের সুপারিশ করেন।

তাসমিমা হোসেন বলেন, এই বৃত্তি ছাত্রীদের জন্য প্রেরণাদায়ক হবে। শিক্ষার্থীদের দেশকে অনেক কিছু দেওয়ার আছে। কিন্তু অনেকেই অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে পড়াশোনা শেষ করতে পারে না। ফেয়ার এন্ড লাভলী ফাউন্ডেশনের মতো অন্যান্য কোম্পানিও নারী শিক্ষা প্রসারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

সঞ্জীব মেহতা বলেন, ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফেয়ার এন্ড লাভলী ফাউন্ডেশন উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রকল্পে দেশের মেধাবী স্নাতক ছাত্রীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করে। পাক্ষিক অনন্যা বিপুলসংখ্যক আবেদনকারীর মধ্য থেকে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, বাণিজ্য, মেডিসিন, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞান বিভাগে এই ৬টি বিভাগে ভাগ করে মৌখিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ২০০ জন প্রতিযোগীকে বৃত্তির জন্য নির্বাচন করে। বিচারক হিসেবে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাজীবী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বগণ। বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রত্যেকে পান ২৫ হাজার টাকার বৃত্তি।

নওশাদ চৌধুরী বলেন, এই ফাউন্ডেশন শিক্ষা, ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় উদ্যোগ এই তিনটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করছে।